যুগান্তর

তারিখ 13 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৬

সিটি নির্বাচন

# ২৬, ২৭ ও ২৮ এপ্রিলের এইচএসসি পরীক্ষা পরিবর্তন হবে

যুগান্তর রিপোর্ট

তিন সিটি কর্পোরেশনের আসন্ন নির্বাচনের কারণে, এইচএসসি ও সমমানের ৩ দিনের পরীক্ষা স্থগিত করা হচ্ছে। ২৬, ২৭ ও ২৮ এপ্রিলের নির্ধারিত পরীক্ষা নেয়া হবে না। তবে কবে নেয়া হবে সে তারিখ এখনও নির্ধারণ হয়নি। রোববার দুপুরে

হবে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

## হবে : এইচএসসি পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সুষ্ঠু, নকলমুক্ত ও ইতিবাচক পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আইনশৃংখলাবিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আইনশৃংখলা বাহিনীর পক্ষ থেকে নির্বাচনের আগে ২৬ এপ্রিল থেকে পরীক্ষা না রাখার পরামর্শ দেয়া হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী। এতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিজি প্রেস, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরীক্ষাগ্রহণ এবং নির্বাচনে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের জড়িত থাকতে হয়। এছাড়া শিক্ষকদেরও এতে কাজ করতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ব্যবহার হয়ে থাকে নির্বাচনী কাজে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ওই সময়ে পরীক্ষা না রাখার অনুরোধ রয়েছে।

তিনি বলেন, ২৮ এপ্রিল তিন সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচন হবে। সভায় আইনশৃংখলা বাহিনী ২৬ এপ্রিল থেকে পরীক্ষা না নেয়ার অনুরোধ করেছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ২৬ থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত পরীক্ষাগুলো পরিবর্তন করে দেব।'

**ঘোষিত রুটিন অনুযায়ীই পরীক্ষা :** পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ১ এপ্রিল থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নেয়ার বিষয়ে পুণরায় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা আর কত বিনয়ী হব, আর কত নত হব। আমি এত চিৎকার করলাম, অন্তত পরীক্ষার আগে-পরে ২ ঘণ্টা হরতাল দেবেন না। কেউ তা আমলে নেয়নি। তাই যা কিছু ঘটুক, নির্ধারিত সময়েই আমরা পরীক্ষা নেব।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাকে সমর্থন করেছেন। শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা ফোন করে বলেছেন, এটা সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত।'

**ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা :** বিএনপিসহ ২০ দলীয় জোটের বিগত প্রায় ৩ মাসের আন্দোলনে শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, হরতাল-অবরোধে কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলেছে, অনেক প্রতিষ্ঠান অর্ধেক চলেছে। ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সবার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।'

তিনি বলেন, ছুটি কমিয়ে অথবা অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে ক্ষতি পোষানোর বিষয়ে অধ্যক্ষদের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।'

জানা গেছে, সভায় উপস্থিত কয়েকজন প্রতিনিধি পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী ফটোকপি করার দোকান বন্ধ রাখতে নির্দেশনা জারির সুপারিশ করেন। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, ফেসবুকে প্রশ্ন ফাঁসের অপপ্রচারসহ, শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের আত্মীয়-স্বজনদেরও মনিটরিংয়ের আওতায় রাখা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে ভুল ছিল। এটা খতিয়ে দেখছি। এ ভুলের জন্য শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সে তার প্রাপ্য পাবে।